بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩রা এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর ব্যাকুলতা, চেষ্টা-সাধনা, সাহসিকতা ও অবিচলতার ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় নির্বাচিত উদ্ধৃতি তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ধরাপৃষ্ঠে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা.)-এর ব্যাকুলতা, চেষ্টা-সাধনা, সাহসিকতা আর সর্বপ্রকার শির্কের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন এবং অবিচলতার বিষয়ে আপনারা ইতোপূর্বেই পড়েছেন। এ বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **ভেবে দেখা উচিত, হাজারো বিপদাপদ এবং লক্ষ লক্ষ বিরোধী ও অপদস্তকারী, ভয়-ভীতি প্রদর্শকারীদের উত্থান সত্ত্বেও নবুয়্যতের দাবির শুরু থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহানবী (সা.) অবিচল ও অটল ছিলেন। দীর্ঘদিন সেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেসব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন যা সফল হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে হতাশ করে দিত এবং যা দিনের পর দিন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এর ওপর ধৈর্যধারণ করার ফলে কোনো জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ধারণা করাও সম্ভব ছিল না। বরং নবুয়্যতের দাবির কারণে তিনি স্বহস্তে নিজের জাতির লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন আর একত্ববাদের ঘোষণা করে লক্ষ লক্ষ বিভেদ বরণ করেন এবং নিজের ওপর হাজার হাজার বিপদ ডেকে এনেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) দেশ থেকে বিতারিত হন, হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর পিছু ধাওয়া করা হয়, ঘরবাড়ি ও আসবাপত্র ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করা হয়, বারবার বিষ প্রয়োগ করা হয় আর যারা হিতৈষী ছিলেন তারা শত্রুতে পরিণত হয় এবং যারা বন্ধু ছিলেন তারা শত্রুতা করতে আরম্ভ করে; এভাবে একটি সুদীর্ঘ সময় তাকে সেই নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে যার ওপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা কোনো ধোঁকাবাজ ও প্রতারকের পক্ষে সম্ভব নয়।**

মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, এভাবে প্রকাশ্যে মহান একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে সকল জাতি, গোত্র এবং সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে যারা শির্কে নিমজ্জিত ছিল তিনি (সা.) সবাইকে নিজের প্রাণের শত্রুতে পরিণত করেন। যারা তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলেন তাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করে সর্বপ্রথম (তাদেরকে) শত্রুতে পরিণত করেছেন। ইহুদীদের সাথেও সম্পর্ক নষ্ট করেছেন কেননা, তিনি (সা.) তাদেরকে নানা রকম সৃষ্টিপূজা, পীরপূজা এবং মন্দকর্ম করতে এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার ও অসম্মান করতে নিষেধ করেছিলেন যার ফলে তাদের অন্তর গভীরভাবে দগ্ধ হয়েছিল আর তারা কঠোর শত্রুতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করতে ওঁৎ পেতে থাকে। একইভাবে খ্রিষ্টানদেরকেও রাগান্বিত করে বসেন, কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি (সা.) হযরত ঈসা (আ.)-কে না খোদা, না খোদার পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন আর না-ই ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়ে অন্যদের নাজাতের কারণ হিসেবে মান্য করেছেন। অগ্নি পূজারী ও তারকা পূজারীরাও রাগান্বিত হয়েছে, কারণ তাদেরকে তাদের দেবতাদের উপাসনা করতে নিষেধ করেছিলেন আর একত্ববাদকেই একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।

এরপর প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, অভিযোগ করা হয়, মহানবী (সা.) জগতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন; অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এমন মর্মপীড়াদায়ক কথা শোনানো

হয়েছিল যার ফলে সবাই তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল এবং সবার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। একইসাথে তাঁর অনুসারীদের একটি ছোটো দল গঠিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কারো আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কিছুটা শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই প্রত্যেকের প্রকৃতিকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন, যার ফলে তারা (তাঁর) রক্তপিপাসু হয়ে গিয়েছিল। আজও ইসলাম বিরোধী প্রাচ্যবিদরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করে, কিন্তু (তারা) এই অভিযোগ আরোপের সময় চিন্তা করে দেখে না যে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেউ নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনে কী? স্বার্থপর হলে তার পরিকল্পনা এরূপ হতো যে, কাউকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিত আবার কাউকে সত্যবাদি, এভাবে তাদেরকে খুশি করতো যেন তারা অন্তত তার পক্ষে থাকে। আরবদের যদি বলা হতো, তোমাদের লাত ও উযযা সত্য তাহলে তা এক মুহূর্তে তার চরণে লুটিয়ে পড়ত আর তিনি যা চাইতেন তাদেরকে দিয়ে তা-ই করাতে পারতেন। একটু ভেবে দেখা উচিত, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হঠাৎ করে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়া এবং যুবক বয়সেই একমাত্র একত্ববাদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা— যা সে সময় বিশ্ববাসীর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় ছিল এবং যার কারণে শত শত বিপদাপদ নেমে আসছিল, এমনকি প্রাণনাশের আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছিল— এটি কীভাবে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হতে পারে?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আমাদের রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, আজ ভূপৃষ্ঠে সেই বিষয় যার নাম তৌহীদ বা একত্ববাদ তা মহানবী (সা.)-এর উম্মত ছাড়া অন্য কোনো জাতির লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না আর পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থের নিদর্শন পৃথিবীতে পাওয়া যায় না যা কোটি কোটি সৃষ্টিকে ঐশী একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরম শ্রদ্ধার সাথে সেই সত্য খোদার পানে পথপ্রদর্শন করে। প্রত্যেক জাতি নিজেদের কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের খোদা তিনিই, যিনি অনাদিকাল থেকে অনন্ত, অপরিবর্তনীয় এবং যাঁর গুণাবলি এখনো সেভাবেই আছে যেভাবে আদিতে ছিল। এসব ঘটনা এমন যা থেকে ইসলামের মহান পথপ্রদর্শক অর্থাৎ, মহানবী (সা)-এর নবুয়্যতের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। কেননা, নবুয়্যতের অর্থ ও রিসালাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় প্রমাণিত হয়। আর যেভাবে কোনো শিল্পকর্ম দেখে শিল্পী বা কারিগরকে চেনা যায়, ঠিক তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যুগের সংশোধন দেখে সেই ঐশী সংস্কারককে চিনতে সক্ষম হয়।

অনুরূপভাবে হাজার হাজার এমন ঘটনা রয়েছে যদ্বারা মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনপ্রাপ্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এটি কি এক বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন সহায়-সম্বলহীন, নিঃস্ব, নিরক্ষর, এতীম, নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র মানুষ এমন এক যুগে, যখন প্রত্যেক জাতি পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তি রাখত; এমন এক প্রদীপ্ত শিক্ষা নিয়ে আবির্ভূত হন যে, নিজের অকাট্য দলীল-প্রমাণ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তৎকালীন বড়ো বড়ো হাকীম বা বিচারক অথবা দার্শনিক কিংবা আলেমদের ভুলগুলো জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এরপর চরম অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও এমন শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, রাজা-বাদশাহ্‌দেরকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন এবং সেই সিংহাসনগুলোতে দরিদ্রদের বসিয়ে দিয়েছেন। এটি যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য

না হয়, তবে কী ছিল? ঐশী সমর্থন ছাড়া শুধু বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তিসামর্থ্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে কখনও কি সমগ্র বিশ্বে বিজয় অর্জিত হয়?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, ইতিহাস এবং স্বয়ং বিরোধীদের স্বীকারোক্তি থেকে আর বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে সাব্যস্ত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় এই সংকট এত তীব্র ছিল যে, বিশ্বের সকল জাতি ধার্মিকতা, আন্তরিকতা এবং সত্যের উপাসনার সহজ-সরল পথ পরিত্যাগ করেছিল আর এটিও সর্বজনবিদিত যে, বিরাজমান এই নৈরাজ্য সংশোধন এবং জগতকে শির্ক ও সৃষ্টি অর্চনার ঘোর অমানিশা থেকে মুক্ত করে একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন একমাত্র মহানবী (সা.), অন্য কেউ নন। অতএব, উল্লিখিত প্রেক্ষাপটের আলোকে উদ্ভূত উপসংহারটি হলো, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। কাজেই, মহানবী (সা.)ই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে খোদার তৌহীদ বা একত্ববাদ সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, সাম্প্রতি খুতবাগুলোতেও আমি এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছি যে, মহানবী (সা.) কীভাবে খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতেন। অতঃপর আমরা বর্তমান যুগে দেখি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে আল্লাহ্ তা'লা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিযুক্ত করেছেন, কারণ এ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হলেন মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও সুন্নতের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত এবং তাঁর হৃদয় স্বীয় নেতা ও মনিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচারের তীব্র আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ ছিল। যেমন তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে সত্য সত্যই বলেছেন, এ মিথ্যা অপবাদের কারণে আকাশ চৌচির হয়ে যেতে চায় যে, এক নগন্য বান্দাকে খোদার মর্যাদা দেয়া হয়। এ কষ্টের কারণে আমার অবস্থা হলো, যদি অন্যরা জান্নাত লাভ করতে চায় তাহলে আমার জান্নাত এতেই নিহিত যে, আমি আমার জীবদ্দশায় এই শির্ক থেকে মানুষের মুক্তি পেতে এবং খোদার প্রতাপ প্রকাশ পেতে দেখব আর আমার আত্মা সর্বদা এ দোয়াই করে, হে খোদা! যদি আমি তোমার পক্ষ থেকে হই আর তোমার দয়ার সমর্থন আমার সাথে থাকে তাহলে তুমি আমাকে সেই দিন প্রত্যক্ষ করাও যেদিন হযরত মসীহ্‌র ওপর থেকে এ অপবাদ রহিত করা হবে যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি খোদা হবার দাবি করেছেন। হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর শেখানো একত্ববাদের ওপর আমলকারী হই এবং বিশ্বব্যাপি এ শিক্ষা প্রচার করতে পারি।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথমত, শিয়ালকোট জেলার সাবেক আমীর মুকাররম খাজা জাফর আহমদ সাহেব, যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। দ্বিতীয়ত, বুরকিনা ফাসোর এক আহমদী সেনাসদস্য মুকাররম ইদ্রাগো আলিদু সাহেব যিনি গত ৩রা মার্চ এক বিশৃঙ্খলা চলাকালীন সময়ে সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন এবং পরকালে তাদের উচ্চ পদমার্যাদা লাভের জন্য দোয়া করেন, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে

পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org**-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)